জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২২
(খসড়া)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা
			৫
০১.০০		ভিশন	৫
০২.০০		মিশন	৫
০৩.০০		ভূমিকা	৬
০৪.০০		লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭
০৫.০০		ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং	৮
০৬.০০		ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	৮
০৭.০০		শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া	৯
০৮.০০		ক্রীড়া শিক্ষা ব্যবস্থা	১০
০৯.০০		মহিলা ও ক্রীড়া	১০
১০.০০		ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challedged) ব্যক্তিদের খেলাধূলায় সুযোগ	১০
১১.০০		বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় সুযোগ	১১
১২.০০		আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	১১
১৩.০০		ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি	১১
১৪.০০		উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা	১২
১৫.০০		অগ্রাধিকার	১২
১৬.০০		বেসরকারি উদ্যোগ	১২
১৭.০০		পুষ্টি	১২
১৮.০০		ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প	১৩
১৯.০০		Doping in Sports রোধ	১৩
২০.০০		মাদক দ্রব্যে অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা	১৩
২১.০০		ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্নয়ন	১৪
২২.০০		ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৪
২৩.০০		ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা ও অবকাঠামো	১৫
২৪.০০		স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব	১৫

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

২৫.০০		ক্রীড়া প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১৬
২৬.০০		বিদ্যমান ক্রীড়া কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠন	১৬
২৭.০০		বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ	১৭
২৮.০০		ক্রীড়া সংগঠনে নেতৃত্বে ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহের নির্বাচন	১৭
২৯.০০		সকলের জন্য ক্রীড়া	১৭
৩০.০০		গ্রামীণ খেলা ও লোকজ ক্রীড়া উৎসব	১৮
৩১.০০		ক্রীড়ায় অর্থায়ন	১৮
৩২.০০		ক্রীড়াসেবীদের কল্যাণ	১৮
৩৩.০০		ক্রীড়া ও এসডিজিস	১৯
৩৪.০০		ক্রীড়া ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০
৩৫.০০		ক্রীড়া ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার	২০
৩৬.০০		ক্রীড়া ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	২০
৩৭.০০		জাতীয় ক্রীড়া দিবস	২১
৩৮.০০		ক্রীড়া ও জাতীয় যুবনীতি ২০১৭	২১
৩৯.০০		ক্রীড়ানীতির বাস্তবায়ন	২১
৪০.০০		ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল	২১
৪১.০০		ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনা	২২

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviation)

বিকেএসপি		বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
BKSP		Bangladesh Krira Shikka Protisthan
BSTI		Bangladesh Standard and Testing Institute
BOA		Bangladesh Olympic Association
DS		Development of Sports
HR		Human Resource
IFs		International Federations
IOA		International Olympic Academy
IOC		International Olympic Committee
NADO		National Anti-Doping Organization
NOC		National Olympic Committee
NOC-BAN		National Olympic Committee - Bangladesh
NSTCI		National Sport Training and Coaching Institute
SDGs		Sustainable Development Goals
SME		Small and Medium Enterprise
SFD		Sport for Development
WADA		World Anti-Doping Agency
4IR		4th Industrial Revolution
8th 5YP		8th Five Year Plan

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২২ (খসড়া)

০১.০০	**ভিশন :** নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।
০২.০০	**মিশন :** প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরিপূর্বক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রীড়ার সুনাম বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খেলার মানোন্নয়ন ।
০৩.০০	**ভূমিকা :**
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। Rules of Business, 1996-এর Allocation of Business Among the Ministries and Division-এ খেলাধুলার মানোন্নয়নের দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে খেলাধুলার মানোন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহযোগিতা দানে বদ্ধপরিকর।
০৩.০১	ক্রীড়াচর্চা, ক্রীড়া-অনুশীলন ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা জাতীয় সুস্বাস্থ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে পূর্ণতাদানের মাধ্যমে জাতীয় সৃজনীশক্তিকে উৎকর্ষ করে। উৎপাদনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান যুবশক্তি গঠনে শারীরিক সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনসমূহ স্ব-স্ব আন্তর্জাতিক ফেডারেশনসমূহের বিধি বিধান মেনে সরকারের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
০৩.০২	ক্রীড়াচর্চা ও শারীরিক শিক্ষা জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্রীড়াচর্চা, ধর্ম-বর্ণ বয়স নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের জন্মগত অধিকার। বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বৈচিত্র্যময়তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় খেলাধুলার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
০৩.০৩	মনোবল, নৈতিকতা, সংযম ও শৃঙ্খলা, ক্রীড়াবিদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জনের অপরিহার্য সোপান বিধায় সরকার অনুমোদিত ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নীতিগত অনুমোদন দেওয়ার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করবে।
০৩.০৪	সুস্থ ক্রীড়াচর্চা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকে সংহত করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। জাতির যুবশক্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও উন্নতি বিকাশের সহজ মাধ্যম হচ্ছে ক্রীড়া। এ ক্ষেত্রেও সরকার

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	অন্যান্য সরকারি/আধাসরকারি/বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যুবশক্তি উচ্ছৃঙ্খল, অসামাজিক কাজে লিপ্ত না হয় এবং মাদকাসক্ত, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদে যুক্ত না হয়ে সুস্থ বিনোদনে মনোনিবেশ করে সে লক্ষ্যে সরকার খেলাধুলাকে গুরূত্ব প্রদান করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
০৩.০৫	বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় অলিম্পিকের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান পালনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় মানোন্নয়ন তথা আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। একই সাথে অলিম্পিক আন্দোলনের পথরেখা এজেন্ডা ২০২০+৫ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের 'স্পোর্টস ফর ক্লাইমেট অ্যাকশন ফ্রমেওয়ার্ক' এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।
০৩.০৬	দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধি করে পরিকল্পিত উপায়ে তৃণমূল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য বস্তুগত অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার মানোন্নয়ন ও দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
০৩.০৭	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিটি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক সংস্থার বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘমেয়াদি/মধ্য মেয়াদি/স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খেলাধুলার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
০৩.০৮	তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় বাছাই ও নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ের উপযুক্ত খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
০৪.০০	**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**
০৪.০১	দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।
০৪.০২	ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
০৪.০৩	নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের মানুষ যাতে সহজভাবে ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

০৪.০৪	ক্রীড়াবান্ধব উন্নয়ন প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের প্রতি দিকনির্দেশনা দেওয়া।
০৪.০৫	দেশের সর্বত্র ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি গেইম এডুকেশন, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ক্রীড়াবিদদের ফিটনেস ও আধুনিক স্পোর্টস সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
০৪.০৬	প্রতিটি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/বোর্ড/সংস্থায় ক্রীড়াবিদ, কোচ/প্রশিক্ষণ, রেফারি/জাজ/আম্পায়ারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে হালনাগাদ ডাটাবেজ থাকবে যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে খেলোয়াড়/পৃষ্ঠপোষক/ক্রীড়া সংগঠক/ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় এবং হালনাগাদ করা যায়।
০৪.০৭	বিশেষ শ্রেণির নাগরিক, প্রতিবন্ধী ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা এবং এ সংক্রান্ত একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা।
০৪.০৮	দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা করা ও গ্রামীণ খেলাধুলাকে উৎসাহিত করা।
০৪.০৯	মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ক্রীড়া নীতিকে প্রয়োগ করে মাদকাসক্ত যুবদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা।
০৪.১০	শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়ার পরিবেশ উন্নত করা এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।
০৪.১১	বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন ও আধুনিকায়ন করা এবং আন্তর্জাতিকমানের ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ করা।
০৪.১২	ক্রীড়ায় আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যাতে- অলিম্পিক গেমস, ইয়ুথ অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, ইসলামিক সলিডারিটি গেমস-সহ আর্ন্তজাতিক ফেডারেশন/সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় শিরোপা ও পদক অর্জন করা যায়। এছাড়া দেশের মাটিতে আর্ন্তজাতিক খেলাধুলা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
০৪.১৩	মহিলা ক্রীড়ার বিকাশের জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাদের জন্য উপযোগী আধুনিক ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
০৪.১৪	ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করা।
০৪.১৫	আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয়মানের খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে খেলোয়াড়দের জন্য চাকরি কোটা প্রচলন করা।
০০. ০৫	**ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং :**
০৫.০১	ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং-এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও তৃণমূল হতে প্রতিভা অন্বেষণের জন্য

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য দেশি/বিদেশি প্রশিক্ষক দ্বারা বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে আধুনিক মানের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ স্থাপনা নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার/উন্নয়ন করা হবে। তাছাড়া ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহ করা হবে।
০৫.০২	প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ক্রীড়াকে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
০৫.০৩	দক্ষ ক্রীড়া প্রশিক্ষক, কোচ সৃজন ও নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
০৫.০৪	ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ক্রীড়া প্রশিক্ষক, কোচ সৃজনের লক্ষ্যে মানসম্মত প্রশিক্ষণ/কোচিং প্রদানের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ ও কোচিং প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে 'জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং ইনস্টিটিউট (National Sport Training and Coaching Institute -NSTCI) স্থাপন করা হবে। এ ইনস্টিটিউটে 'ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস ট্রেনিং ও কোচিং (Diploma in Sport Training and Coaching)' প্রোগ্রাম চালু করা হবে। 'জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিকেএসপিতে ডিপ্লোমা ইন কোচিং প্রোগ্রাম চালু করে তা অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা (Sport Management) কোর্স চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৫.০৫	ক্রীড়া প্রশিক্ষক ও কোচদের দেশে/বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হবে। তাদের জন্য রিফ্রেসার কোর্স চালু করা হবে।
০৬.০০	**ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ :**
০৬.০১	অনুন্নত দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে প্রতিভা অকালেই ঝরে যায়। উন্নত বিশ্ব সম্পদ প্রাচুর্যের কারণে প্রতিভাকে অঙ্কুর হতে ধরে রাখতে পারে। অঙ্কুর হতে লালিত প্রতিভা নিজের এবং জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনে। নিয়মিত প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের শনাক্ত করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাদের মানোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৬.০২	দেশব্যাপী স্কুলসমূহই তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও চিহ্নিতকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।
০৬.০৩	অন্বেষিত খেলোয়াড়দের (Sports talents) প্রতিভার বিকাশ এবং তাদের পারফরমেন্স বৃদ্ধির জন্য

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	সরকারি বেসরকারিভাবে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনে প্রশিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
০৭.০০	**শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া :**
০৭.০১	শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়া প্রতিভা চয়ন ও বিকাশের চারণক্ষেত্র। শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়াঙ্গনের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে খেলার মাঠসহ খেলাধুলার প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
০৭.০২	শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া শিক্ষক ও প্রশিক্ষক, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো এবং বয়সভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।
০৭.০৩	সারা দেশে প্রতিবছর নিয়মিত আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অর্থ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করবে।
০৭.০৪	স্কুল, কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক, প্রশিক্ষকদেরকে শুধুমাত্র ক্রীড়া কর্মকান্ডে নিয়োজিত রাখা হবে। ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে তাদেরকে কোনক্রমেই নিয়োজিত করা যাবে না।
০৭.০৫	ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে ক্রীড়া ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ খেলাধুলা কার্যক্রম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ, কোচিং ব্যতীত অন্য কোনো কাজে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ভিজিট/পরিদর্শন, অডিটের মাধ্যমে এ বিষয়টি তদারকি করবেন।
০৮.০০	**ক্রীড়া শিক্ষা ব্যবস্থা :**
০৮.০১	শারীরিক শিক্ষাকে জনপ্রিয় ও এর প্রায়োগিক সুফল সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি করে শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা হবে।
০৮.০২	শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে পর্যায়ক্রমে শারীরিক শিক্ষা (Physical Education) বিষয়ে ৩ (তিন) বছর মেয়াদের স্নাতক অথবা ৪ (চার) বছর মেয়াদের স্নাতক (সম্মান) ও ২ (দুই) বছর অথবা ১ বছর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মেয়াদের স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) কোর্স চালু করে ছাত্র/ছাত্রীদের এ বিষয়ে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে।
০৮.০৩	নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ) পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াকে একটি আবশ্যিক বিষয় (Compulsary) Subject) হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়ার কারিকুলামে অলিম্পিক আন্দোলন, অলিম্পি ক গেমস, আইওসি (IOC) ও

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	আইওএ (IOA)-এর শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রীড়া ও আইওসি-এর ভূমিকা অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
০৮.০৪	বিকেএসপির ঢাকাস্থ প্রধান কেন্দ্রের ক্রীড়া কলেজে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা (Sports and Physical Education) বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালু করে ছাত্র/ছাত্রীদের এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে। এতে মানসম্মত আধুনিক ক্রীড়া শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে।
০৮.০৫	বিকেএসপির প্রতিটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ এবং স্পোর্টস সাইন্স, স্পোর্টস বায়োমেকানিক, স্পোর্টস সাইকোলজি ল্যাব (Sport Science, Sport Bio-Mechanic Lab, Sport Psychology) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। ক্রীড়া শিক্ষায় উচ্চতর পাঠ্যক্রম চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ কেন্দ্র ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার মানোন্নয়নে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসাবে গড়ে তোলা হবে।
০৮.০৬	বিকেএসপির আওতায় প্রতিটি জেলায় (বিভাগীয় সদর ব্যতীত) পর্যায়ক্রমে একটি করে ক্রীড়া স্কুল (Sports School) প্রতিষ্ঠা করা হবে।
০৮.০৭	দেশে একটি বা একাধিক স্পেশালাইজড ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখানে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স, এমএস, এমফিল, পিএইচডি ইত্যাদি প্রোগ্রামসহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা থাকবে।
০৮.০৮	ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ, কোচিং ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ক্রীড়া সেক্টরে মানব সম্পদ সৃজন করা হবে।
০৯.০০	**মহিলা ও ক্রীড়া (Women and Sports) :**
০৯.০১	দেশের সার্বিক ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ক্রীড়া বিশেষ গুরূত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠনে এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা হবে। মহিলাদেরকে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা প্রদানে এবং প্রশিক্ষণ অনুশীলনে গুরূত্ব দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্রীড়াকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সার্বক্ষণিকভাবে মহিলা ক্রীড়াবিদদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
০৯.০২	দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মহিলা ক্রীড়াবিদদের বাছাইয়ের লক্ষ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে। সার্ভিসেস টিমে মহিলা ক্রীড়াবিদদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে।
০৯.০৩	মহিলা খেলোয়াড়দেরকে মহিলা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	গ্রহণ করা হবে।
০৯.০৪	সকল ধরনের ক্রীড়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণে সমতা (Equality) নিশ্চিত করা হবে। ক্রীড়ার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও মহিলা নেতৃত্বের বিকাশ উৎসাহিত করা হবে। সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনসহ অন্যান্য কাজে IOC ও IFs নির্ধারিত মহিলা কোটা অনুসরন করা হবে।
১০.০০	**ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challedged) ব্যক্তিদের খেলাধূলায় সুযোগ :**
১০.০১	খেলাধুলায় সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challedged) ব্যক্তিদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের উপযোগী বিশেষ ধরনের খেলাধুলার আয়োজন, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।
১০.০২	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত সরকার স্ব-উদ্যোগে পদক্ষেপ সৃষ্টি করবে।
১০.০৩	ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challedged) ব্যক্তিদের উপযোগী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। নতুন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতঃ ডিজাইন প্রস্তুত করা হবে।
১১.০০	**বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় সুযোগ :**
১১.০১	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের উপযোগী খেলাধুলার আয়োজন, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করবে।
১১.০১	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের উপযোগী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনায় তাদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। নতুন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতঃ ডিজাইন প্রস্তুত করা হবে।
১২.০০	**আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ :**
১২.০১	খেলাধুলাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া ডিসিপ্লিনের জাতীয় দলসমূহ অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, সাফ গেমস এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।
১২.০২	বিদেশে ক্রীড়া প্রতিনিধি দল প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

১৩.০০	**ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি :**
১৩.০১	বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হবে। গণমাধ্যম যথাযথ/উপযুক্ত কার্যক্রম প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় টেলিভিশনে জনপ্রিয় দেশি/ বিদেশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা হবে।
১৩.০২	ক্রীড়া সংস্থা গড়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন, ক্রীড়া তথ্য সংরক্ষণ, ক্রীড়া আর্কাইভ/জাদুঘর, ক্রীড়া পাঠাগার গড়ে তোলা ও ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৩.০৩	প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থী বাছাই/নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হবে।
১৪.০০	**উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা :**
১৪.০১	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনকারী খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, পৃষ্ঠপোষকদের ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এবং শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান অব্যাহত থাকবে।
১৪.০২	পর্যায়ক্রমে ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকদের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারসহ অন্যান্য ক্রীড়া পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হবে।
১৪.০৩	জেলা কোটায় কৃতী ক্রীড়াবিদদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।
১৪.০৪	জাতীয়ভাবে কৃতী ক্রীড়াবিদদের সম্মান প্রর্দশনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিকে প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা হবে।
১৪.০৫	জাতীয় মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিষয় ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্পোর্টস্ ডিসিপ্লিন/ইভেন্ট নির্বাচন করে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।
১৫.০০	**অগ্রাধিকার :**
১৫.০১	আর্ন্তজাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেসব ক্রীড়া ডিসিপ্লিন সফল হবে, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা/ আনুকূল্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
১৬.০০	**বেসরকারি উদ্যোগ :**
১৬.০১	বেসরকারি উদ্যোগে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ৫

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	(পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ আয়করমুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১৭.০০	**পুষ্টি :**
১৭.০১	ক্রীড়াবিদের প্রয়োজনীয় দৈহিক ও শারীরিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ ক্লাবসমূহ পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার ক্রীড়া সংস্থাসমূহের জন্য ন্যূনতম একজন করে পুষ্টি বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
১৭.০২	উন্নত ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়দের পুষ্টির মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হবে।
১৭.০৩	প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা চলাকালীনসময়ে ক্যালরি মান ঠিক রেখে বিনামূল্যে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের খাদ্য সরবরাহ করা হবে।
১৮.০০	**ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প :**
১৮.০১	ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (SME Foundation)-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উৎপাদিত ক্রীড়া সামগ্রীর গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসটিআই (BSTI) থেকে গুণগতমান সম্পর্কে সনদ গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং দেশীয় বেসরকারি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৮.০২	দেশীয় ক্রীড়া সামগ্রীর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয় করে খেলোয়াড়, ক্রীড়া ক্লাব/সংস্থার মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এ ধরনের সামগ্রীর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সরকার প্রচলিত বিধিমতে বিশেষ ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে।
১৮.০৩	ফেডারেশন কর্তৃক ক্রীড়া সামগ্রী সরাসরি আমদানির ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে শুল্ক রেয়াত দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১৯.০০	**ক্রীড়ায় ডোপিং (Doping in Sports) রোধ :**
১৯.০১	ডোপিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ সকল ক্রীড়া ফেডারেশন, সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সব আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করার জন্য National Anti-Doping Organization (NADO) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

১৯.০২	ডোপিং-এর বিষয়ে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি অব্যাহত থাকবে। ডোপিংসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ ড্রাগ, পদ্ধতি সেবন/ব্যবহারসহ (WADA) কর্তৃক নিষিদ্ধ) নানারকম নেতিবাচক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশনসমূহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক, শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করবে।
১৯.০৩	সকল প্রকার ক্রীড়া কর্মকান্ডে ম্যাচ ফিক্সিং, জুয়া নিষিদ্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, আইওসি, আর্ন্তজাতিক ফেডারেশনসমূহের গাইডলাইন অনুসরণ করা হবে। একই সাথে ফেয়ার প্লে (Fair Play) সর্বক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হবে।
২০.০০	**মাদক দ্রব্যে অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা :**
২০.০১	ক্রীড়াঙ্গনকে মাদকদ্রব্যের সকল প্রকার অপব্যবহার থেকে মুক্ত রাখার জন্য সকল সংগঠনকে সক্রিয় করা হবে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার শনাক্ত করার জন্য আধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেছেন প্রমাণিত হলে গ্রহণকারী খেলোয়াড়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুশাসনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হবে।
২০.০২	মাদক সেবন/ব্যবহারসহ নানারকম নেতিবাচক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশনসমূহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক, শিক্ষামূলক, কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এ ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল, সংশোধনাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
২১.০০	**ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্নয়ন** (Sport for Development - SFD)
	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্নয়ন (Sport for Development) ধারণা (Concept)কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে ক্রীড়াকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া হবে।
২১.০১	**ক্রীড়া ও সামাজিক উন্নয়ন** (Sports and social development) : ক্রীড়ার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ও সামাজিকীকরণ (Socialization), ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য (Health), ক্রীড়া ও জেন্ডার সমতা (Gender equality), ক্রীড়া ও নারীর ক্ষমতায়ন (Women empowerment), ক্রীড়া ও পরিবেশ (Environment), ক্রীড়া ও স্বেচ্ছাসেবা (Volunteerism), ক্রীড়া ও শান্তি (Peace), ক্রীড়া ও মানবাধিকার (Human rights), ক্রীড়া ও অ্যাডভোকেসি (Advocacy) ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া হবে। এতদউদ্দ্যেশ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২১.০২	**ক্রীড়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন** (Sports and economic development) : ক্রীড়ার মাধ্যমে

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দ্যেশে ক্রীড়া শিল্প (Industry), ক্রীড়া ও টুরিজ্যম (Tourism), ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি (Human Resource - HR), ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশনে কর্ম সৃজন (Job opportunity) ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২১.০৩	**ক্রীড়া ও পর্যটন (Sports tourism) :** ক্রীড়া ও পর্যটনের মাধ্যমে বিনোদন সেবা প্রদান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পর্যটকদের আকৃষ্ট জন্য দেশের সকল পর্যটন এলাকায় পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও ক্রীড়ার সুযোগ এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সেক্টরে সরকারি বেসরকারি/অর্থায়ন ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।
২২.০০	**ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা :**
২২.০১	ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, বস্তুগত সুবিধা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, তৃণমূল থেকে বাছাইকরণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
২২.০২	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা সদরের নিকটবর্তী স্থানের খাস ও অকৃষি জমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২২.০৩	বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনে ক্রীড়া উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
২৩.০০	**ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা ও অবকাঠামো :**
২২.০১	গ্রামাঞ্চল হতে মহানগরী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে উপযোগিতার ভিত্তিতে খেলাধুলার জন্য মাঠ, সুইমিংপুল বা পুকুর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হবে। সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লোকাল কমিউনিটি, শিল্প এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা ইত্যাদিতে সম্ভাব্য ক্রীড়া চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ব্যবস্থা রাখা হবে। পর্যায়ক্রমে এই অবকাঠামো এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ ও সাঁতারের পুকুর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় খেলার মাঠ, মিনি স্টেডিয়াম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ/আর্ন্তজাতিক মানসম্মত স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত খেলার মাঠ এবং মহানগরী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ও উন্নতমানের ক্রীড়া স্থাপনা সুবিধাদির সৃষ্টি হয়।
২৩.০২	প্রতি উপজেলায় একটি 'শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম' আবশ্যিকভাবে নির্মাণ করা হবে। এছাড়া প্রতিটি বিভাগ/ জেলায় ইনডোর প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিজ, সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়ামসহ একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস কমপ্লেক্স

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	নির্মাণ করা হবে।
২৩.০৩	প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে খেলার মাঠ আবশ্যিকভাবে নির্ধারণপূর্বক এর উন্নয়ন করা হবে।
২৩.০৪	সকল পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এ সেক্টরে অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের পরামর্শ ও সহযোগিতা নেওয়া হবে।
২৪.০০	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব :**
২৪.০১	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও অবকাঠামো সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।
২৪.০২	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্ব-স্ব বাজেটে ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
২৪.০৩	সারা দেশে স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল এবং অন্যান্য ধরনের ক্রীড়া স্থাপনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৪.০৪	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের আওতাধীন দেশব্যাপী বিদ্যমান খেলার মাঠ, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়ামসহ ক্রীড়াস্থাপনাগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলোকে কোনোক্রমেই খেলাধুলা ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
২৪.০৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের লব্ধ আয়ের একটা অংশ স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া সংস্থাকে প্রদান করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২৫.০০	**ক্রীড়া প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (Sports Administration and Management)**
২৫.০১	দেশব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয় ও তদারকির জন্য পর্যায়ক্রমে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যালয়/কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
২৫.০২	তৃণমূল ও জেলা পর্যায়ে বছরব্যাপী নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা অনুশীলন/প্রশিক্ষণ, ক্যাম্প, কার্নিভাল, প্রতিযোগিতা, লিগ, টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন ও পরিচালনা, ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ইত্যাদি কাজের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় প্রতিটি জেলায় ৫টি ও প্রতিটি উপজেলায় ২টি কোচ/প্রশিক্ষক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাউন্ডসম্যানের পদ সৃজন ও পদায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২৫.০৩	প্রশিক্ষণার্থী/ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার আনুপাতিক হারে বিকেএসপি ও শারীরিক শিক্ষা কলেজে যথাক্রমে কোচ ও প্রভাষকের পদ সৃজনপূর্বক পদায়ন করা হবে।
২৫.০৪	ক্রীড়া পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ে এর কার্যালয় স্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোচ ও জনবলের পদ সৃজনপূর্বক পদায়ন করা হবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

২৫.০৪	ক্রীড়াক্ষেত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য স্পোর্টস এডমিনিস্ট্রেশন/ম্যানেজমেন্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৬.০০	**বিদ্যমান ক্রীড়া কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠন :**
২৬.০১	দেশে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি ক্রীড়া কাঠামোকে যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।
২৬.০২	ক্রীড়াক্ষেত্রে বিদ্যমান চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যথা : (১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, (২) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৩) ক্রীড়া পরিদপ্তর ও (৪) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সার্থক সমন্বয় করে শক্তিশালী ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এগুলোকে 'সেন্টার অব একসিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
২৬.০৩	সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ও জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এবং উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অধিকতর গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হবে। সরকারি খাতের উপর এসব প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ হবে। বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নের উপর জোর দেওয়া হবে।
২৬.০৪	জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থাসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা প্রয়োজনে সংশোধন করে অধিক কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।
২৭.০০	**বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ :**
২৭.০১	ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (IOC) অলিম্পিক চার্টারের অন্তর্গত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (BOA) কর্তৃক দেশে অলিম্পিক আন্দোলনকে জোরদারকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খেলাধুলার বহুমুখী উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (NOC-BAN) ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ক্রীড়াবিদ নির্বাচন এবং প্রচলিত নিয়মে তা চূড়ান্তকরণ ও দল প্রেরণ করবে।
২৭.০২	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ জাতীয় পর্যায়ে সকল প্রকারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণার্থে প্রাথমিকভাবে দল/ক্রীড়াবিদ নির্বাচন করবে। নির্দিষ্ট খেলার মান উন্নয়নে বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ আওতাভুক্ত সকল স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করবে।
২৭.০৩	জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে বছরের প্রথমেই সংশ্লিষ্ট বছরের এবং কমপক্ষে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে জানাতে হবে, যাতে ক্রীড়া পরিষদ বৎসরের জন্য একটি সমন্বিত ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন করা যায়।
২৭.০৪	তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	সাংগঠনিক কমিটি সৃষ্টি করে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এ ক্ষেত্রে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে।
২৮.০০	**ক্রীড়া সংগঠনে নেতৃত্বে ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহের নির্বাচন :**
২৮.০১	সকল ক্রীড়া সংগঠন যেমন : জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ও জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক আদর্শ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হবে।
২৮.০২	সকল ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা/ফেডারেশনসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা/ফেডারেশনসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আদর্শ গঠনতন্ত্র অনুসরণ করবে। প্রত্যেক ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের International Regulatory Body (International Federation)-এর গঠনতন্ত্রের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্ব স্ব ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রত্যেক ফেডারেশন/সংস্থা তার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করতে হবে। সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে সকল ক্রীড়া ফেডারেশন/সংস্থার আর্থিক বিষয় তত্ত্বাবধান করবে।
২৯.০০	**'সকলের জন্য ক্রীড়া' :**
	'সকলের জন্য ক্রীড়া (Sports for All)' আন্দোলন গড়ে তুলে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
৩০.০০	**গ্রামীণ খেলা ও লোকজ ক্রীড়া উৎসব :**
	সুস্থ দেহ ও সুন্দর মনের অধিকারী সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের স্বার্থে এবং জাতীয় ক্রীড়ায় আবহমান বাংলায় লোকায়ত ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও উৎসবকে উৎসাহিত করা হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে :
৩০.০১	নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, চট্টগ্রামের জব্বরের বলী খেলার ন্যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত স্থানীয় গণ ক্রীড়াকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবে পরিণত করা হবে;
৩০.০২	বিলুপ্ত প্রায় গ্রামীণ খেলাধুলাকে উজ্জীবিত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, যা লোক-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে কাজ করবে।
৩১.০০	**ক্রীড়ায় অর্থায়ন :**
৩১.০১	দান, অনুদান, স্পনসরশিপ, টিভি সম্প্রচার হতে অর্থায়ন, লটারি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রীড়া খাতে আয় বৃদ্ধি করা হবে। তবে সংগৃহীত অর্থ যাতে বিধি-বহির্ভূতভাবে ব্যয় না করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকার

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	কর্তৃক আর্থিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া পৃষ্ঠপোষকদেরকে পর্যায়ক্রমে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার', 'শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার'-এর আওতায় আনা হবে।
৩১.০২	বাজেটে ক্রীড়া খাতে সম্পদের লভ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৩১.০৩	বাজেটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রীড়ার ব্যয় প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধিসহ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাজেটে ক্রীড়ার জন্য অর্থের সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩১.০৪	আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে যোগসূত্র বৃদ্ধি করে ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্থায়নের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩২.০০	**ক্রীড়াসেবীদের কল্যাণ :**
৩২.০১	অসচ্ছল, অসুস্থ ও আহত ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে অবসরকালীন ক্রীড়া ভাতা, এককালীন অনুদান, বিশেষ অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং এর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হবে।
৩২.০২	ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, কোচিং, শিক্ষা-এর দক্ষতা উৎকর্ষতা সাধনে অনুদান ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
৩২.০৩	অসুস্থ, আহত ও অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে এবং এর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া ক্রীড়াবিদদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা (Medical Insurance) চালু এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য সরকারি হাসপাতালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনামূল্যে কেবিনসহ ভিআইপি চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩২.০৪	অসচ্ছল, অসুস্থ ও আহত ক্রীড়াসেবীদের পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।
৩২.০৫	পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃতী ও প্রতিভাধর খেলোয়াড়দের বৃত্তি প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩৩.০০	**ক্রীড়া ও এসডিজিস (Sports and SDGs) :**
	ক্রীড়া ও শরীর চর্চা কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ, পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে এসডিজি-এর বিভিন্ন Goal বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা সম্ভব।
৩৩.০১	SDGs: Goal 3 - Good health and Well-being : নিয়মিত ক্রীড়া ও শরীর চর্চা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ফিজিক্যাল হেলথ (Physical health) বিশেষ করে বিভিন্ন অসংক্রমিত রোগ বিশেষ করে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব। এছাড়া নিয়মিতভাবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের (Mental health) উন্নয়নসহ নির্মল আনন্দ উপভোগ

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	করা যায় - যা SDGs Goal 3 - Good health and Well-being অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
৩৩.০২	**SDG: Goal 4 - Quality education :** খেলাধুলা 'School for life' হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে খেলোয়াড়রা আইনকানুন, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সততা, মনোবল, সামাজিক মূল্যবোধ, অন্যের ও নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করে, যা SDGs Goal 4 - Quality education অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
৩৩.০৩	**SDG: Goal 5 - Gender equality :** খেলাধুলা নারী-পুরুষের সমতা বিধানে অবদান রাখে। ক্রীড়া চর্চা, প্রতিযোগিতা আয়োজন ও অংশগ্রহণে পুরুষ খেলোয়াড়, দলের পাশাপাশি নারী খেলোয়াড়, নারী দল অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিসহ সকল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ তাদের সকল ক্রীড়া ইভেন্টে পুরুষ খেলোয়াড়দের পাশাাপাশি নারী খেলোয়াড়দের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। সরকার ক্রীড়ার সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষদের সমতা অনুসরণ নীতি অব্যাহত রাখবে, যা SDG Goal 5 - Gender equality অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
৩৩.০৪	**SDG Target 8.6 :** প্রশিক্ষিত ও দক্ষ খেলোয়াড়রা সহজেই সংশিষ্ট কর্মে ও পেশায় নিয়োজিত হতে পারে, যা SDG Target 8.6 অনুযায়ী NEET জনগোষ্ঠীর হার কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
৩৪.০০	**ক্রীড়া ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (8^{th} 5YP) :**
	সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫) অনুযায়ী খেলাধুলার উন্নয়নে নিম্নেবর্ণিত লক্ষ্যসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
	"যথাযথ সুযোগ-সুবিধাসহ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়ন করা হবে।
	আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ ও তা ধরে রাখতে জাতীয় ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়ামগুলোর অব্যাহত উন্নয়ন ও সংস্কার।
	জেলা পর্যায়ে টেনিস খেলার অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে।
	বিভাগ পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।
	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া-সম্পর্কিত অবকাঠামো স্থাপন করা হবে।
	জেলা পর্যায়ে ইনডোর স্টেডিয়াম ও সুইমিং পুল তৈরি করা হবে।
	ইউনিয়ন পর্যায়ে দেশে এক হাজারেরও বেশি খেলার মাঠের উন্নয়ন করা হবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	সমস্ত বিভাগে মহিলাদের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং বিদ্যমান মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের আরও উন্নয়ন করা হবে।
	জেলা পর্যায়ে যুবকদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।
	ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের (পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি-পিডিব্লিউডি) জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।
	আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট ও ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।"
৩৫.০০	**ক্রীড়া ও সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার :**
	সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী বিশ্ব ক্রিকেট বর্তমানে বাংলাদেশের গৌরব জাগানো অবস্থান আরও সুদৃঢ় করা, ফুটবল, হকি ও অন্যান্য খেলা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। একই সাথে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হবে।
৩৬.০০	**ক্রীড়া ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব :**
	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) মোকাবেলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও টেকসই ক্রীড়া সরঞ্জাম/উপকরণ, ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৩৭.০০	**জাতীয় ক্রীড়া দিবস :**
৩৭.০১	আনন্দঘন, উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতি বছর ৬ এপ্রিল তারিখ জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এ দিবসে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হবে।
৩৮.০০	**ক্রীড়া ও জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ :**
	জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ এর অনুচ্ছদ ৯.২ অনুসরণে ক্রীড়াকে যুব উন্নয়ন এবং সামাজিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্প্রীতির বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।
৩৯.০০	**ক্রীড়ানীতির বাস্তবায়ন :**
৩৯.০১	ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তরসমূহকে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।
৩৯.০২	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের অধীনস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দপ্তর, সংস্থার মাধ্যমে ক্রীড়ানীতি

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব

	বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।
৩৯.০৩	ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় যুব সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া অফিস, বিকেএসপি, সকল ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে স্থানীয় যুব সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
৩৯.০৪	সকল পর্যায়ের ক্রীড়া ক্লাব, যুব ক্লাব, ক্রীড়া সংগঠন ও যুব সংগঠনদের সম্পৃক্ত করে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন করা হবে।
৪০.০০	**ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল :**
৪০.০১	ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন, দেশের ক্রীড়ার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী ও কার্যকরী একটি 'ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল' গঠন করা হবে।
৪০.০২	ক্রীড়ার উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব/সচিবগণ এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বগণ উক্ত 'ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল'-এর সদস্য হবেন। এ কাউন্সিল হবে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ। এই পর্ষদ প্রতি বছর অন্তত এক বা একাধিক সভায় মিলিত হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ কাউন্সিলকে সাচিবিক সহযোগিতা সহায়তা প্রদান করবে।
৪০.০৩	সরকার তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি মনিটর করার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।
৪১.০০	**ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনা :**
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতি ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব